ফের রাখাইনে মিয়ানমারের বর্বরতার প্রমাণ দিল অ্যামনেস্টি

আবারও রাখাইনে বর্বরতা চালানো হচ্ছে। পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সেখানকার গ্রামগুলো। সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে।

ছবি ও তথ্য-উপাত্তসহ এসবের প্রমাণ উপস্থাপন করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

আর এসব কারণে মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও আরকান আর্মির মধ্যে সংঘর্ষ ও সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেও দাবি করেছে মানবাধিকার সংস্থাটি।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এ সংক্রান্ত ভিডিও, ছবি ও প্রমাণাদি রাখাইন রাজ্য থেকে সংগ্রহ করেছে। পাশাপাশি তারা স্যাটেলাইট ছবি সংগ্রহ করে সেগুলো বিশ্লেষণ করছে। সেই সঙ্গে বিশ্লেষণ করছে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন, বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের দেওয়া তথ্য এবং প্রতক্ষদর্শীদের বয়ান।

এ বিষয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ডেপুটি আঞ্চলিক পরিচালক মিং ইইউ হা বলেছেন, “মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও আরাকান আর্মির মধ্যে সংঘর্ষ হ্রাস পাওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। সাধারণ মানুষ এটার শিকার হচ্ছে। তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনী সাধারণ মানুষদের ভোগান্তি বাড়াচ্ছে। তাদের ভোগান্তি কমানোর কোনও ইচ্ছা ও লক্ষ্য তাদের নেই। বিষয়টা কেবল দুঃখজনক নয়, লজ্জাজনকও বটে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের উচিত এই বিষয়টি দ্রুত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তুলে ধরা।”

বাংলাদেশ সীমান্তে মিয়ানমার তাদের সেনাবাহিনীর সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। সম্প্রতি রাখাইন রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মিয়ানমার সেনাবাহিনী কর্তৃক কেবল মানুষকে মারার উদ্দেশে পুতে রাখা ভূমি মাইনের (এমএম-
২) সন্ধান পেয়েছেন অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা। যেখানে এই ধরনের মাইন থাকার কথা নয়।

স্থানীয় সুশীল সমাজ ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী,

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এই ধরনের মাইনে রাখাইন ও চীন রাজ্যে অনেক মানুষ হতাহত হয়েছে।

শুধু তাই নয়, মিয়ানমান সেনাবাহিনী বুথডিয়াং শহরতলীতে রোহিঙ্গা শিশুদের শিশুশ্রমে বাধ্য করছে। সূত্র: অ্যামনেস্টি ওয়েবসাইট, আনাদোলু এজেন্সি, আল-জাজিরা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউকে

যে কারণে ক্ষমা চেয়ে সেদিন কাঁদতে দেখা যায় কিম জং উনকে

চিরচেনা ও কথিত আচরণের বাইরে অন্য এক কিম জং উনকে দেখা গেল গত শনিবার। তাকে এক সামরিক মহড়ায় সেনা সদস্যদের আত্মত্যাগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আর নাগরিকদের জীবনের মান উন্নয়নে ব্যর্থতার জন্য ক্ষমা চাওয়ার সময় আবেগাপ্লুত হতে দেখা গেছে। খবর দ্য গার্ডিয়ানের।

গত শনিবার উত্তর কোরিয়ার ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টির ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এই ঘটনা ঘটে। দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ফুটেজে এক পর্যায়ে কিম জং উনকে কেঁদে ফেলতে দেখা যায়।

এদিন, একটি নতুন আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) উন্মোচন করে পিয়ংইয়ং। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশনে প্রচারিত ভিডিও ফুটেজে ২২ চাকার লরির উপর স্থাপিত আইসিবিএমটি প্রদর্শিত হয়। এ যাবতকালের মধ্যে উত্তর কোরিয়া এত বড় ক্ষেপণাস্ত্র আর প্রদর্শন করেনি।

২০১৮ সালের পর এই প্রথম উত্তর কোরিয়া কোনো সামরিক কুচকাওয়াজে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শন করে। শনিবার একইসঙ্গে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন বিশাল এক সেনা সমাবেশে ভাষণ দেন। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, উত্তর কোরিয়াকে হুমকি দেয়া হলে তার দেশ পরমাণু অস্ত্রের মাধ্যমে তার জবাব দেবে।

‘বর্বর ও নিকৃষ্ট জীব আমেরিকানদের কাছে নতিস্বীকার করবে না ইরান’

ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির হাতামি বলেছেন, তার দেশকে দুর্বল করে ফেলার জন্য আমেরিকা অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ চালানোর যে নোংরামি ও পাশবিকতা দেখিয়েছে তা এদেশের জনগণ ভুলে যাবে না।

তিনি রবিবার সন্ধ্যায় তেহরানে তার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ইরানের সড়ক ও নগরউন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের এক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন।

ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী তার দেশের জনগণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ইরানি জনগণ এমন সময় কঠোর নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলা করছে যখন বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ সহজেই সব ধরনের ওষুধ এবং প্রযুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। শত্রুরা ইরানি জনগণকে তাদের মৌলিকতম প্রাকৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছে।

জেনারেল হাতামি বলেন, ইরানি জনগণকে নতিস্বীকারে বাধ্য করার এই প্রচেষ্টা কোনওদিন সফল হবে না। কারণ ইরানি জনগণ জানে এই বর্বর ও নিকৃষ্ট জীবদের কাছে একবার নতিস্বীকার করলে তাদেরকে অপমানিত হতে হবে এবং তাদের অধিকার আরও বেশি পদদলিত হবে।

মার্কিন সরকার ইরানের ১৮টি ব্যাংকের ওপর সম্প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে তাকে তেহরান গণনার মধ্যেই ধরে না বলে জানান দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, ইরানের রফতানি বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলেও তা সফল হবে না। সূত্র: প্রেস টিভি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

নতুন বৃহৎ আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উন্মোচন করলেন কিম

উত্তর কোরিয়ার ক্ষমতাসীন দলের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে একটি নতুন আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) উন্মোচন করেছে পিয়ংইয়ং। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশনে প্রচারিত ভিডিও ফুটেজে ২২ চাকার লরির উপর স্থাপিত আইসিবিএমটি প্রদর্শিত হয়। এ যাবতকালের মধ্যে উত্তর কোরিয়া এত বড় ক্ষেপণাস্ত্র আর প্রদর্শন করেনি।

২০১৮ সালের পর এই প্রথম উত্তর কোরিয়া কোনো সামরিক কুচকাওয়াজে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শন করল। শনিবার একইসঙ্গে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন বিশাল এক সেনা সমাবেশে ভাষণ দেন।

তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, উত্তর কোরিয়াকে হুমকি দেয়া হলে তার দেশ পরমাণু অস্ত্রের মাধ্যমে তার জবাব দেবে।

দেশরক্ষার স্বার্থে উত্তর কোরিয়া পরমাণু অস্ত্র তৈরি করেছে জানিয়ে কিম জং-উন বলেন, বিশেষ কোনো দেশকে টার্গেট করে আগাম হামলা চালানোর কোনো ইচ্ছে উত্তর কোরিয়ার নেই। করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী চলমান যুদ্ধর প্রশংসা করেন কিম। উত্তর কোরিয়ায় এখন পর্যন্ত এক ব্যক্তিও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি বলে দাবি করেন কিম জং-উন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ট্রাম্পের কাছ থেকে করোনা

ছড়ানোর ঝুঁকি নেই : চিকিৎসক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে অন্যদের মাঝে করোনা ছড়ানোর ঝুঁকি নেই বলে জানিয়েছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক শন কনলি।

শনিবার ট্রাম্পের নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে এ তথ্য জানা গেছে বলে তিনি জানান। হোয়াইট হাউসের এই চিকিৎসক এক বিবৃতিতে জানান, ট্রাম্পের করোনা টেস্টে দেখা গেছে তিনি এখন আর অন্যদের জন্য ঝুঁকির কারণ নন।

পরীক্ষার ফলাফল বলছে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের শরীরে সক্রিয়ভাবে ভাইরাসের প্রতিলিপি তৈরির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে তার এই বিবৃতির বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি হোয়াইট হাউস। এমনকি, ট্রাম্পের করোনা টেস্টের ফলাফল নেগেটিভ এসেছে কি না সেটাও নিশ্চিত করেনি কেউ।

এদিকে, করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো জনসমাবেশে যোগ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। শনিবার বিকেলে হোয়াইট হাউসের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সমর্থকদের সামনে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন তিনি।

রিপাবলিকান সমর্থকদের আশ্বস্ত করে ট্রাম্প জানান, তিনি এখন অনেক ভালো বোধ করছেন। ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে সবাইকে ভোট দিতে যাওয়ার আহ্বান জানান এ নেতা।

সূত্র: এবিসি নিউজ

ফের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল বৈরুত, নিহত ৪

আবারও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে লেবাননের বৈরুতে। এতে অন্তত ৪ জনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছে আরও অর্ধশত। খবর সিনহুয়া, ডেইলি সাবাহ ও আল-জাজিরার।

চলতি বছরের আগস্টের ভয়াবহ ঘটনার ক্ষত না শুকাতেই ফের বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল বৈরুতে।

শুক্রবার বৈরুতের তারিক-আল-জিদে জেলায় একটি জ্বালানি ট্যাংকে আগুন লাগার পর এই বিস্ফোরণ ঘটে।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভবনগুলোতে আটকে থাকা বাসিন্দাদের উদ্ধারের জন্য বড় মই ব্যবহার করছেন দমকল বাহিনীর কর্মীরা।

বিস্ফোরণের শব্দে এলাকাবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। স্থানীয় একজন নারী এক টুইট বার্তায় লেখেন, শব্দ আর ঘরের কাঁপুনিতে আমরা সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। যে গলিতে আমি থাকি, সেখানকার সবাই চিৎকার করছিল। আমার পুরোনো ঘটনা মনে পড়ছিল।

এর আগে গত ৪ আগস্ট বৈরুত বন্দরের একটি গুদামে আগুন লাগার পর ভয়াবহ বিস্ফোরণে প্রাণ হারায় প্রায় দু’শ মানুষ এবং আহত হয় অন্তত সাড়ে ছয় হাজার। সেখানে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

অবশেষে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া

অবশেষে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া। আজ শনিবার (১০ অক্টোবর) দুপুর থেকে এই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে। খবর বিবিসি, সিএনএন ও আল-জাজিরার।

শুক্রবার রাশিয়ার মধ্যস্থতায় মস্কোতে অনুষ্ঠিত শান্তি আলোচনায় অংশ নেন আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী। টানা ১০ ঘণ্টার ওই বৈঠকে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় দুই দেশ।

এর মধ্য দিয়ে টানা দুই সপ্তাহের ভয়াবহ যুদ্ধের অবসান হতে যাচ্ছে ককেশাস অঞ্চলের এই দুই দেশে।
রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ গণমাধ্যমকে এ তথ্য

নিশ্চিত করেছে।

২৭ সেপ্টেম্বর বিতর্কিত নাগরনো-কারাবাখ নিয়ে লড়াই শুরু হয় আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মধ্যে। নাগরনো-কারাবাখ আজারবাইজানের অঞ্চল হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হলেও এটি দখলে রেখেছে আর্মেনিয়ার মদদপুষ্ট গোষ্ঠী। গত দুই সপ্তাহের সংঘাতে তিন শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও রাশিয়া যৌথভাবে সংঘাত অবসানের আহ্বান জানালেও আজারবাইজান তা প্রত্যাখ্যান করে আসছিল। শুক্রবার শেষ পর্যন্ত মস্কোর প্রস্তাবে সাড়া দেয় আজারবাইজান।

ইসরায়েলের সব স্থানে আমরা হামলা চালাতে সক্ষম: ইসলামি জিহাদ আন্দোলন

ফিলিস্তিনের অন্যতম প্রধান প্রতিরোধকামী সংগঠন ইসলামী জিহাদ আন্দোলন বলেছে, তারা দখলদার ইসরায়েলের যে কোনো স্থানেহামলা চালাতে সক্ষম।

সংগঠনের মহাসচিব জিয়দা আল নাখালা মঙ্গলবার একটি টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে দেয়া বক্তৃতায় এ কথা বলেন। খবর পার্সটুডের।

তিনি জানান, ইসরায়েলের রাজধানী তেলআবিবসহ যে কোনো অংশে তার সংগঠনের যোদ্ধারা রকেট বা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে সক্ষম। যখন প্রয়োজন হবে জিহাদ আন্দোলন তখনই হামলা চালাতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

২০০০ সালের পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় তিন দফা আগ্রাসন চালিয়েছে। গাজাভিত্তিক ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের পাশাপাশি জিহাদ আন্দোলন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।

এ ছাড়া প্রতিদিন ইসরায়েল যে আগ্রাসন চালায় তা থেকে ফিলিস্তিনিদের রক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

আসছে ইসলামী জিহাদ।

নাখালা বলেন, দখলদার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অধিকৃত ভূখণ্ডের সব জায়গায় লড়াই-সংগ্রাম করা তাদের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে।

জিয়াদ আল নাখালা ফিলিস্তিনি সংগঠনগুলোর মধ্যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনের যে সংগঠন দখলদার ইসরাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করবে জিহাদ আন্দোলন।

মহামারীতে মৃত্যু হয়েছিল ট্রাম্পের দাদার, প্রকাশ্যে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য!

করোনাভাইরাস মহামারীতে বিপর্যস্ত গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের প্রকোপে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আমেরিকা। বর্তমানে দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও সস্ত্রীক আক্রান্ত এই ভাইরাসে।

যদিও ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ভাইরাস ও মহামারীকে শুরু থেকেই তেমন পাত্তা দিচ্ছেন না, তবে তার করোনা আক্রান্তের পর প্রকাশ্যে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য।

সেটি হচ্ছে, ট্রাম্পের দাদাও মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এমনকি তার মৃত্যুও হয়েছিল মহামারীতেই। সেটি ছিল স্প্যানিশ ফ্লু মহামারী। খবর ওয়াশিংটন পোস্ট ও সিএনএন’র।

ডোনাল্ড ট্র্যাম্পের দাদার নাম ফ্রেডরিক ট্রাম্প। তিনি ১৯১৮ সালে মহামারী স্প্যানিশ ফ্লুতে আক্রান্ত হন। ওই সময় স্প্যানিশ ফ্লুতে বিশ্বে ৫০ কোটি মানুষ আক্রান্ত হন এবং প্রাণ হারান প্রায় ৫ কোটি। স্প্যানিশ ফ্লুকে ইনফ্লুয়েঞ্জাও বলা হয়!

জানা গেছে, সেই সময়ে স্প্যানিশ ফ্লুতে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা

যান যুক্তরাষ্ট্রেই। সেই সময়ও এই ভাইরাসের সঙ্গে লড়তে অনেকটাই দেরি করে ফেলেছিল যুক্তরাষ্ট্র। কোভিড-১৯ মহামারীতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রে। মৃত্যুতেও যুক্তরাষ্ট্রের ধারেকাছে নেই কোনও দেশ।

ওয়ার্ল্ডওমিটারের তথ্যানুযায়ী, মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত করোনায় মারা গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ২ লাখ ১৫ হাজারের বেশি মানুষ। আর আক্রান্ত হয়েছেন ৭৬ লাখ ৭৯ হাজারের বেশি মানুষ।

গত শুক্রবার করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর দেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফার্স্টলেডি মেলানিয়াও একই দিন আক্রান্ত হন। ট্রাম্প এই মহামারীকে গুরুত্ব দেননি। তিনি এটিকে সাধারণ ফ্লু বলে উল্লেখ করতেন। অথচ ট্রাম্প কি জানেন তার উত্তরসূরির মৃত্যু ফ্লুতেই হয়েছিল।

ট্রাম্পের দাদা ফ্রেডরিক ট্রাম্পের জন্ম ১৮৬৯ সালে। তিনি ছিলেন একজন জার্মান-আমেরিকান ব্যবসায়ী।

তিনি মাত্র ১৬ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। ১৮৯২ সালে তিনি মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। পরে স্প্যানিশ ফ্লুতে মারা যান।